মাদক নির্মূলে সমন্বিত খসড়া কর্মপরিকল্পনা

- **ভূমিকা :**

বর্তমান সরকার মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে মাদক ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে নতুন ধরণের মাদক পাচার ও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে মাদক ব্যবসার কৌশল। একদিকে নতুন মাদকের আগ্রাসন অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিদের মাদক ব্যবসায় সম্পৃক্ততা পরিস্থিতিকে ভয়াবহ করে তুলছে। যুব সমাজ তথা জাতিকে মাদকের ভয়াবহতা হতে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন মাদকবিরোধী সর্বাত্মক সামাজিক সচেতনতা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা। মাদকের বিরুদ্ধে সরকারের 'জিরো টলারেন্স' বাস্তবায়নে নোডাল এজেন্সী হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মাদক সৃষ্ট বহুমুখী সমস্যার সমাধান করা অধিদপ্তরের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। এ লক্ষ্যে গত ১৭ আগস্ট ২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আহ্বানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার অংশগ্রহণে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'মাদকের ব্যবহার বন্ধে সমন্বিতভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে' মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও এতদসংক্রান্ত অংশীজনদের (Stakeholder) সমন্বয়ে ০৩টি কর্মশালার মাধ্যমে মাদকদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস (Demand Reduction), সরবরাহ হ্রাস (Supply Reduction) ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারজনিত ক্ষতি হ্রাস (Harm Reduction) কল্পে প্রাথমিকভাবে একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনার খসড়া তৈরি করা হয়েছে। SDG ৩.৫.১ অনুসারে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার দায়িত্ব প্রাপ্ত লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কাজ করছে। দেশের বিপুল সংখ্যক মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দিয়ে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা জরুরি। কিন্তু মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় পর্যাপ্ত পেশাদার জনবল ও অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় চিকিৎসা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এক্ষেত্রে দেশের বিদ্যমান সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা অন্তর্ভুক্ত করা বর্তমান সময়ের দাবী। সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে দেশকে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম আরো জোরদার করা, সমন্বিত ও ফলপ্রসূ উপায়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত খসড়া কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Draft Action Plan) তৈরি করা হয়েছে। এ খসড়া কর্মপরিকল্পনাটি উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করে Need based কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে।

- **উদ্দেশ্য :**

ক) সীমান্ত পথে সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের অবৈধ প্রবেশ ও পাচার বন্ধ করা।

খ) দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার করা।

গ) সমাজের সকল স্তরে মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকদ্রব্যের চোরাচালান ও অপব্যবহারের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ঘ) দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদেরকে চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসা।

ঙ) মাদকদ্রব্যের চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতি হ্রাস সংক্রান্ত কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ সম্পর্কিত সকলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা।

চ) মাদকদ্রব্যের চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতি হ্রাসের সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan)

ক. মাদকের চাহিদা হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা

খ. মাদকের সরবরাহ হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা

গ . মাদকের ক্ষতি হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা

প্রিন্ট মিডিয়া :

২.১ প্রতিষ্ঠান/ প্লাটফর্ম :

(ক) জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (বাংলা ও ইংরেজি)।
(খ) স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা।
(গ) অনলাইন প্রিন্ট মিডিয়া।
(ঘ) সাপ্তাহিক পত্রিকা।
(ঙ) পাক্ষিক পত্রিকা।
(চ) মাসিক পত্রিকা।
(ছ) জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং জেলা/উপজেলা প্রেস ক্লাব।
(জ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
(ঞ) কিশোর পত্রিকা।
(ট) অন্যান্য মাধ্যম (প্রয়োজনের নিরিখে)।

২.২ মাদকবিরোধী কার্যক্রম :

(ক) পত্রিকার মাদকবিরোধী নির্ধারিত কর্ণারের মাধ্যমে কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন।
(খ) অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে MCQ পদ্ধতিতে কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন।
(খ) পত্রিকার হকারের মাধ্যমে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ।
(গ) মাদকবিরোধী স্লোগান সম্বলিত পোস্টার ও ক্যালেন্ডার বিতরণ।
(ঘ) অনলাইন প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী লিফলেট পপ-আপ/বুস্ট করে প্রচার।
(ঙ) জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকার মাধ্যমে মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন প্রচার।
(চ) মাদকবিরোধী দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ।
(ছ) জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকার মাধ্যমে মাদকবিরোধী কার্টুন প্রকাশ।
(জ) প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রম।
(ঝ) অন্যান্য প্রচার কার্যক্রম।

২.৩ উপকরণ :

(ক) জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকা।
(খ) লিফলেট।
(গ) পোস্টার।
(ঘ) আর্ট পেপার ও কালার পেন।
(ঙ) মাদকবিরোধী বিজ্ঞাপন।
(চ)অন্যান্য উপকরণ (প্রয়োজনের নিরিখে)।

ইলেকট্রনিক মিডিয়া :

২.৪ প্রতিষ্ঠান/ প্লাটফর্ম :

(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
(খ) ইকেলট্রনিক মিডিয়া।

২.৫ মাদকবিরোধী কার্যক্রম :

(ক) টিভিসি প্রচার।
(খ) টকশো প্রচার।
(গ) বিতর্ক প্রতিযোগিতা।
(ঘ) টিভি স্ক্রলে মাদক বিরোধী স্লোগান প্রচার।
(ঙ) অন্যান্য।

২.৬ উপকরণ :

(ক) মাদকবিরোধী টিভিসি।
(খ) মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম।
(গ) মাদকবিরোধী নাটক-নাটিকা।
(ঘ) মাদকবিরোধী প্রামাণ্যচিত্র।
(ঙ) মাদকবিরোধী গান/থিম সং।
(চ) মাদকবিরোধী টিভিফিলার।
(ছ) অন্যান্য (প্রয়োজনের নিরিখে)।

সোশ্যাল মিডিয়া :

২.৭ প্রতিষ্ঠান/ প্লাটফর্ম :

(ক) ফেসবুক।
(খ) ইউটিউব।
(গ) টুইটার
(ঘ) ইন্সট্রাগ্রাম
(ঙ) ইমো।
(চ) মোবাইল অপারেটর।
(ছ) অন্যান্য।

২.৮ মাদকবিরোধী কার্যক্রম :

(ক) মাদকবিরোধী লিফলেট প্রচার।
(খ) প্রামাণ্যচিত্র।
(গ) স্লোগান প্রচার।
(ঘ) ওয়েবিনার আয়োজন ও প্রচার।
(ঙ) টিভিসি প্রচার।
(চ) নাটক নাটিকা প্রচার।
(ছ) ক্ষুদে বার্তা প্রেরণ।
(জ) অন্যান্য (প্রয়োজনের নিরিখে)।

২.৯ উপকরণ :

(ক) মাদকবিরোধী টিভিসি।
(খ) মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম।
(গ) মাদকবিরোধী নাটক-নাটিকা।
(ঘ) মাদকবিরোধী প্রামাণ্যচিত্র।
(ঙ) মাদকবিরোধী গান/থিম সং।
(চ) মাদকবিরোধী টিভিফিলার।
(ছ) মাদকবিরোধী লিফলেট।
(জ) অন্যান্য উপকরণ (প্রয়োজনের নিরিখে)।

খ. মাদকের সরবরাহ হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা (খসড়া)

১ মাদকের স্পট চিহ্নিতকরণ (খসড়া)

১.১ সীমান্ত এলাকায়

(ক) নোম্যান্স ল্যান্ড এলাকা
(খ) মাঠ এলাকা (কৃষি ক্ষেত/ খামার এলাকা)
(গ) সীমান্ত এলাকার কুঁড়ে ঘর/ ঝুপরি ঘর
(ঘ) বিওপি র‍্যাঞ্জ এলাকা
(ঙ) গহীন জঙ্গল/ বন্ধুর এলাকা, পাহাড় ঘেরা এলাকা
(চ) **গ্রাম:** বাসা-বাড়ি নির্মাণাধীন বাড়ি/ পরিত্যাক্ত বাড়ি/ দোকান
(ছ) **মাঠ এলাকা:** কৃষি ক্ষেত/ খামার
(জ) **হাটবাজার এলাকা:** রিক্সা গ্যারেজ/টেম্পো, বাস স্ট্যান্ড এলাকা, টং দোকান/চায়ের দোকান/ পানের সিগারেট দোকান
(ঝ) **স্কুল কলেজেরে আশ পাশ এলাকা:** টং দোকান/ চায়ের দোকান/ পানের দোকান
(ঞ) অন্যান্য।

১.২ থানা/ উপজেলা পর্যায় (খসড়া)

(ক) **মহল্লায় -** বাসা-বাড়ি নির্মাণাধীন বাড়ি/ পরিত্যাক্ত বাড়ি/ টং দোকান/চায়ের দোকান/পানের সিগারেট দোকান
(খ) **অভিজাত এলাকা -** বাসা-বাড়ি নির্মাণাধীন বাড়ি/ পরিত্যাক্ত বাড়ি/ দোকান
(গ) **স্কুল কলেজেরে আশ পাশ এলাকা -** টং দোকান/চায়ের দোকান/পানের সিগারেট দোকান
(ঘ) **ভার্চুয়াল এলাকা (অন লাইন বিক্রয়) -** হোয়াটসএপ গ্রুপ, ম্যাসেঞ্জার গ্রুফ।
(ঙ) অন্যান্য।

১.৩ জেলা /বিভাগীয় শহর/পৌর /সিটি কর্পোরেশন এলাকা পর্যায় (খসড়া)

(ক) **বস্তি এলাকা (যদি থাকে) -** বাসা-বাড়ি নির্মাণাধীন বাড়ি/ পরিত্যাক্ত বাড়ি/ দোকান, টং দোকান/চায়ের দোকান/পানের সিগারেট দোকান
(খ) **মহল্লায় -** বাসা-বাড়ি নির্মাণাধীন বাড়ি/ পরিত্যাক্ত বাড়ি/ টং দোকান/চায়ের দোকান/পানের সিগারেট দোকান
(গ) **অভিজাত এলাকা -** বাসা-বাড়ি নির্মাণাধীন বাড়ি/ পরিত্যাক্ত বাড়ি/ দোকান
(ঘ) **স্কুল কলেজেরে আশ পাশ এলাকা -** টং দোকান/চায়ের দোকান/পানের সিগারেট দোকান
(ঙ) **ভার্চুয়াল এলাকা (অন লাইন বিক্রয়) -** হোয়াটসএপ গ্রুপ, ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ।
(চ) অন্যান্য।

১.৪ মাদকের স্পট চিহ্নিতকরণের উপায় (খসড়া)

(ক) গোয়েন্দা তথ্য/কার্যক্রমের মাধ্যমে;
(খ) পূর্বের মামলার তথ্যে এনালাইসিস করে;
(গ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে;
(ঘ) এলাবাসির অভিযোগের মাধ্যমে;
(ঙ) সোর্সের মাধ্যমে;
(চ) আসামির প্রদানকৃত তথ্যের মাধ্যমে;
(ছ) হট লাইন ও সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে;
(জ) প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এনালাইসিস করে গুগল ম্যাপের এপিআই ব্যবহার করে ডিজিটাল ম্যাপ বেস স্পট ফিক্সিং করা যেতে পারে;
(ঝ) অন্যান্য উপায়।

১.৫ সহায়তাকারী সংস্থা/ব্যক্তি (খসড়া)

(ক) **সংখ্যা** - গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(খ) **সময়কাল** - জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
(গ) **বাস্তবায়নকারী** – ডিএনসি
(ঘ) **ফলাফল** - মাদকবিরোধী অভিযান সহজতর

২ মাদক চোরাচালান রুট চিহ্নিতকরণ (খসড়া)

২.১ মাদক চোরাচালান রুট

স্থল পথ
(ক) সড়ক পথ
(খ) রেল পথ

পানি পথ
(ক) সমুদ্র পথ
(খ) নৌ পথ

আকাশ **পথ**
(ক) আন্তর্জাতিক
(খ) আভ্যন্তরীণ

২.২ মাদক চোরাচালান রুট চিহ্নিতকরণ (খসড়া)

(ক) গোয়েন্দা তথ্য/কার্যক্রমের মাধ্যমে;
(খ) পূর্বের মামলার তথ্যে এনালাইসিস করে;
(গ) প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে;
(ঘ) এলাবাসীর অভিযোগের মাধ্যমে;
(ঙ) সোর্সের মাধ্যমে;
(চ) আসামির প্রদানকৃত তথ্যের মাধ্যমে;
(ছ) ফরওয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড লিংক এনালাইসিস করে;
(জ) সীমান্ত এলাকার সকল আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর মাদক উদ্ধারের পরিমানের তথ্যের ভিত্তিতে;
(ঝ) কুরিয়ার সার্ভিসের মাদকের উদ্ধারের ভিত্তিতে;
(ঞ) হট লাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে;
(চ) অন্যান্য মাধ্যমে।

২.৩ সহায়তাকারী সংস্থা/ব্যক্তি (খসড়া)

(ক) **সংখ্যা** - গোয়েন্দা তথ্য প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(খ) **সময়কাল** - জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি
(গ) **বাস্তবায়নকারী** – ডিএনসি
(ঘ) **ফলাফল** - মাদকবিরোধী অভিযান সহজতর

৩ সীমান্ত এলাকায় মাদক চোরাচালনের রুট চিহ্নিতকরণ (খসড়া)

৩.১ গৃহীত কার্যক্রম (খসড়া)

(ক) বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ;
(খ) নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;
(গ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ;
(ঘ) ডিএনসি'র হটলাইন এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;
(ঙ) আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন, UNODC, INCB ইত্যাদি সংস্থার প্রতিবেদন;
(চ) দ্বিপাক্ষিক চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;
(ছ) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ জনপ্রতিনিধি/ সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
(জ) অন্যান্য মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

৩.২ সহায়তাকারী সংস্থা/ব্যক্তি (খসড়া)

(ক) বাংলাদেশের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহ;
(খ) বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা;
(গ) নিজস্ব সোর্স;
(ঘ) গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া;
(ঙ) আন্তর্জাতিক সংস্থা (UNODC, INCB ইত্যাদি);
(চ) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংস্থা;
(ছ) অন্যান্য।

৩.৩ সীমান্তবর্তী জেলার নাম (খসড়া)

চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, ফেনী, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, বান্দরবান, সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট, পঞ্চগড, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট কুড়িগ্রাম, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ।

৩.৪ মাদক পাচারের রুট (ওয়ার্ড/ ইউনিয়ন/ উপজেলা/ জেলা) (খসড়া)

৩.৫ সময় (খসড়া)

(ক) তিন মাসের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা;
(খ) পরবর্তী এক মাসের মধ্যে সংগৃহীত তথ্য সমন্বয় করা;
(গ) সমন্বয়কৃত তথ্য পরবর্তী এক মাসের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে সরেজমিন যাচাই করা;
(ঘ) পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে মাদক পাচারের রুট চূড়ান্ত করা এবং প্রতিবেদন ডিএনসির মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করা।

৩.৬ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

৪ অবৈধ মাদকব্যবসায়ীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ

৪.১ গৃহীত কার্যক্রম (খসড়া)

০১) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা সংগ্রহ।
০২) নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
০৩) সামাজিক যোগাযোগ ও গণমাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ।
০৪) ডিএনসি'র হটলাইন (০১৯০৮-৮৮৮-৮৮৮) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
০৫) আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন, UNODC, INCB ইত্যাদি সংস্থার প্রতিবেদন।
০৬) দ্বিপাক্ষিক চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
০৭) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ জনপ্রতিনিধি/ সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।

৪.২ টার্গেট গ্রুপ (খসড়া)

০১)বাংলাদেশের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহ।
০২) বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা।
০৩) নিজস্ব সোর্স।
০৪) গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া।
০৫) আন্তর্জাতিক সংস্থা (UNODC, INCB ইত্যাদি)।
০৬) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংস্থা।
০৭) National Telecommunication & Monitoring Cell (NTMC) .

৪.৩ তালিকার তথ্য নমুনা **(খসড়া)**

(ক) জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন;
(খ) মাদকব্যবসায়ীর নাম;
(গ) পিতা/ স্বামীর নাম;
(ঘ) ঠিকানা;
(ঙ) মাদকব্যবসায়ীর ধরণ;
(চ) মাদকদ্রব্যের ধরণ;
(ছ) মাদকব্যবসায়ীর প্রকৃত অবস্থা;
(জ) মামলা নম্বর (যদি থাকে);
(ঝ) মামলার অবস্থান;
(ঞ) জাতীয় পরিচয় পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ (যদি থাকে)

৪.৪ সময় (খসড়া)

০১) তিন মাসের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা।
০২) পরবর্তী এক মাসের মধ্যে সংগৃহীত তথ্য সমন্বয় করা।
০৩) পরবর্তী ১ মাসের মধ্যে প্রাপ্ত তথ্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে NTMC থেকে যাচাই ।
০৪) পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে তালিকা চূড়ান্ত করা ও মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করা।

৪.৫ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ - মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

৫. মাদকপ্রবণের মাত্রা অনুযায়ী এলাকা হিসেবে রেড, ইয়েলো ও গ্রে চিহ্নিতকরণ (সফটওয়্যারে চিহ্নিত হবে)

৫.১ গৃহীত কার্যক্রম (খসড়া)

০১) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মাদকবিরোধী অভিযান, অভিযানে উদ্ধারকৃত আলামত এবং গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের তথ্য সংগ্রহ করা।
০২) নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
০৩) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও গণমাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ।
০৪) ডিএনসি'র হটলাইন (০১৯০৮-৮৮৮-৮৮৮) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
০৫) আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন, UNODC, INCB ইত্যাদি সংস্থার প্রতিবেদন।
০৬) দ্বিপাক্ষিক চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
০৭) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ জনপ্রতিনিধি/ সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ।
০৮) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ।
০৯) অন্যান্য।

৫.২ সহায়তাকারী সংস্থা/ব্যক্তি (খসড়া)

০১) বাংলাদেশের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহ।
০২) বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা।
০৩) নিজস্ব সোর্স।
০৪) গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া।
০৫) আন্তর্জাতিক সংস্থা (UNODC, INCB ইত্যাদি)।
০৬) স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংস্থা।
০৭) সরকারি-বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র।
০৮) অন্যান্য।

৫.৩ সময় **(খসড়া)**

০১) তিন মাসের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা।

০২) পরবর্তী এক মাসের মধ্যে সংগৃহীত তথ্য সমন্বয় করা।

০৩) সমন্বয়কৃত তথ্য পরবর্তী এক মাসের মধ্যে দৈবচয়নের ভিত্তিতে সরেজমিন যাচাই করা।

০৪) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা, উদ্ধারকৃত আলামতের পরিমাণ, আসামির সংখ্যা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তির সংখ্যার উপর ভিত্তি করে মাদক পাচারের রুট/ রুটসমূহকে চিহ্নিতকরণঃ সর্বাধিক মাদক প্রবণ এলাকাকে 'রেড' এবং ক্রমান্বয়ে কম মাদক পাচারের রুট হিসেবে 'ইয়েলো' ও 'গ্রে' কালারে সূচিতকরণ।

৫.৪ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ - মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

গ. মাদকের ক্ষতি হ্রাসের খসড়া কর্মপরিকল্পনা

প্রস্তাবিত কার্যসমূহঃ

কমিউনিটি পর্যায়ে মাদক ব্যবহার রোগ চিহ্নিত করে মৃদু, মাঝারী ও গুরুতর মূল্যায়ন সাপেক্ষে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, রেফারেল, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা, রিল্যাপস প্রতিরোধ, পুনর্বাসন, চারটি ধাপ, যথা- কমিউনিটি, প্রাইমারী, সেকেন্ডারী, টারশিয়ারী হিসেবে বিভক্ত করে প্রদান করা যেতে পারে।

১। **কমিউনিটি পর্যায়:** কমিউনিটি ক্লিনিক, উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ক) The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) টুলস ব্যবহার করে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সনাক্তকরণ, মাদকাসক্তির তীব্রতা নির্ণয়, প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ (Brief Intervention) প্রদান:

খ) কমিউনিটি ক্লিনিক কর্মী, ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মী, পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ কর্মী এবং এনজিও কর্মীদের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং প্রদান;

গ) বাড়িতে চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং প্রদান করা সম্ভব না হলে হাসপাতালে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধকরণ এবং প্রাইমারী পর্যায়ে রেফারেল ব্যবস্থা

ঘ) অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, সমাজ সেবক ও ধর্মীয় নেতাদের মাদকাসক্তের চিকিৎসা সম্পর্কে অবহিত করে তাদের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;

ঙ) মাদকাসক্ত রোগীদের অভিভাবকদের পারিবারিকভাবে কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণের বিষয়ে সচেতন করা

চ) স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে গ্রাম পুলিশকে কাজে লাগিয়ে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্রে আনার ব্যবস্থা করা;

ছ) সার্বিক তথ্য ব্যবস্থাপনা

২। **প্রাইমারী পর্যায়ঃ** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

ক) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাদকাসক্ত রোগীদের প্রত্যাহারজনতি উপর্সগ ব্যবস্থাপনা (উইথড্রয়াল ম্যানজেমন্টে)

খ) ইনটক্সিকেশন ব্যবস্থাপনা,

গ) রিকভারিং ফলো-আপ,

ঘ) ডোপ টেষ্ট,

ঙ) সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ (Brief Intervention),

চ) টেলি-সাইকিয়াট্রি ব্যবস্থাপনা

ছ) সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী পর্যায়ে রেফারেল ও ব্যাক রেফারেল

জ) সার্বিক তথ্য ব্যবস্থাপনা

৩। **সেকেন্ডারী পর্যায়ঃ** মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

ক) প্রাইমারী পর্যায় ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ এমন মাদকাসক্ত রোগীদের প্রত্যাহারজনিত উপর্সগ ব্যবস্থাপনা (উইথড্রয়াল ম্যানেজমেন্ট),

খ) প্রাইমারী পর্যায় ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ এমন মাদকাসক্ত রোগীদের ইনটক্সিকেশন ব্যবস্থাপনা,
গ) ডোপ টেষ্ট
ঘ) মোটিভেশনাল ইন্টারভেনশন
ঙ) টেলি-সাইকিয়াট্রি ব্যবস্থাপনা
চ) টারশিয়ারী পর্যায়ে রেফারেল ও ব্যাক রেফারেল
ছ) সার্বিক তথ্য ব্যবস্থাপনা

৪। **টারশিয়ারী পর্যায়ঃ** কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট, পাবনা মানসিক হাসপাতাল, মনোরোগবিদ্যা বিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

ক) সেকেন্ডারী পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ এমন মাদকাসক্ত রোগীদের প্রত্যাহারজনিত উপসর্গ ব্যবস্থাপনা (উইথড্রয়াল ম্যানেজমেন্ট),
খ) সেকেন্ডারী পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ এমন মাদকাসক্ত রোগীদের ইনটক্সিকেশন ব্যবস্থাপনা,
গ) ডোপ টেষ্ট
ঘ) মোটিভেশনাল ইন্টারভেনশন
ঙ) চিকিৎসা গ্রহণের পর মাদকমুক্ত থাকা অবস্থায় তাদেরকে আয়বর্ধক কাজে নিয়োজিত করা;
চ) কমিউনিটি, প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী পর্যায়ে ব্যাক রেফারেল
ছ) মাদকাসক্তি চিকিৎসার পদ্ধতি নির্ধারণ করা;
জ) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউএনওডিসি এর হালনাগাদ মাদকাসক্তি চিকিৎসা পদ্ধতি ও মানদন্ড (প্রত্যাহারজনিত উপর্সগ ব্যবস্থাপনা, ইনটক্সিকেশন ব্যবস্থাপনা, রিল্যাপস প্রতিরোধ ম্যানুয়াল) অনুসারে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরী, রেফারেল ফরম, ব্যাক রেফারেল ফরম, রিকভারিং ফলোআপ ফরম তৈরী
ঝ) টেলি-সাইকিয়াট্রি ব্যবস্থাপনা
ঞ) জনবলের প্রশিক্ষণ
ট) সার্বিক তথ্য ব্যবস্থাপনা

প্রস্তাবিত কার্যপদ্ধতি ও প্রক্রিয়াঃ

১। **সার্বিক সমন্বয়ঃ**

ক) **অসংক্রামক ব্যাধি উইং, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে মাঝে কেন্দ্রীয় ও মাঠ** পর্যায়ে সমন্বয়ের প্রটোকল প্রণয়ন

খ) **প্রস্তাবিত কমিউনিটি, প্রাইমারী, সেকেন্ডারী ও টার্শিয়ারী ধাপসমূহের মাঝে সহজে সমন্বয় করতে তথ্যের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কেন্দ্রীয় ওয়েব ভিত্তিক সফটঅয়্যার তৈরী করা, যেখানে সাধারন স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে প্রতিটি লেভেলে চিকিৎসা প্রদানকারীবৃন্দ তাদের অবস্থান অনুযায়ী মৌলিক তথ্য** রেকর্ড, The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) ব্যবহার ও রেকর্ড, মাদকাসক্তির তীব্রতা নির্ণয়, রেফারেল ফরম, রিকভারিং ফলো-আপ করতে পারেন।

গ) কমিউনিটি পর্যায়ে মাদক ব্যবহার রোগীর আইনগতভাবে বৈধ অভিভাবকের তথ্য যুক্ত করে ফলোআপের সময় তাঁর কাছ থেকে তথ্য নেয়া প্রয়োজন।